সংবাদ

তারিখ 03 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় ফল বিপর্যয় প্রসঙ্গে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় সিংহভাগ শিক্ষার্থীই অকৃতকার্য হয়েছে। ক এবং খ ইউনিটে পাস করেছে সর্বাধিক ১৩.৫৫ ভাগ পরীক্ষার্থী। গ ইউনিটে পাস করেছে মাত্র ৫.৫২ ভাগ শিক্ষার্থী। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হওয়ায় উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। জাতীয় দৈনিকগুলো এ নিয়ে বিভিন্ন সময় প্রতিবেদনও প্রকাশ করেছে। গত বুধবারও একটি জাতীয় দৈনিক এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় যারা অকৃতকার্য হয়েছে তাদের ফল বিবেচনা করে দেখা গেছে, বেশিরভাগই বাংলা ও ইংরেজিতে পাস মার্কও তুলতে পারেনি। সাধারণ জ্ঞানেও খারাপ ফল করেছে শিক্ষার্থীরা। কোন কোন শিক্ষাবিদ ভর্তি পরীক্ষার ফল বিপর্যয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তারা বলছেন, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে পাসের হার বা জিপি-৫ প্রাপ্তির হার বাড়লেও শিক্ষার মান কমেছে। যে কারণে তারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের প্রাথমিক পরীক্ষায়ও কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করতে পারছে না। আবার কোন কোন শিক্ষাবিদ মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ফল যাই হোক না কেন, তার সঙ্গে শিক্ষার মানের কোন সম্পর্ক নেই। তাদের মতে, এ ধরনের ভর্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যই থাকে পরীক্ষার্থীদের ফেল করানো। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যার সীমাবদ্ধতার কারণেই এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় বলে তারা মনে করেন। কোন পরীক্ষার উদ্দেশ্য কী হবে, পরীক্ষার্থীকে ফেল করানো নাকি পাস করানো নাকি তার প্রকৃত মান যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষা নেয়া হবে সেটা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। এমন শিক্ষা ব্যবস্থা বিরল নয় যে, যেখানে শিক্ষার্থীকে ফেল করানোর এ কঠিন বাস্তবতায় ঠেলে দেয়া হয়। সাধারণত উচ্চতর কোন ডিগ্রি অর্জনের ক্ষেত্রে এমনটা দেখ যায়। তবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পথে এই পদ্ধতি কতটা কার্যকর সেটা নিয়ে কথা হতে পারে। কথা হতে পারে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে গণহারে পাস করিয়ে দেয়ার নীতি নিয়েও।

আমরা মনে করি উত্তম পন্থা হতে পারে পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষার্থীর মেধার মান যাচাই করা। এই অভিযোগ এখন স্বতঃসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে মেধার মান যথাযথভাবে যাচাই করা হচ্ছে না। শিক্ষার্থীদের বড় একটি অংশ প্রাইভেট-কোচিং এবং নোট-গাইডনির্ভর হয়ে পড়েছে। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে যথাযথভাবে মেধা যাচাই করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় এত বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হতো না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করানোর নীতি গ্রহণ করেও থাকে তার পরও গড়ে নব্বই ভাগের বেশি শিক্ষার্থী ফেল করত না। আমরা চাই, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা পদ্ধতির ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। এটা করতে হলে সরকারকে আগে শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যাগুলোকে স্বীকার করতে হবে।